শিশুশিক্ষা

প্রথম ভাগ

মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত

কিশোর লাইব্রেরী।

শিশুশিক্ষা

প্রথম ভাগ

স্বরবর্ণ

অ আ ই ঈ
উ ঊ ঋ ঌ
এ ঐ ও ঔ

স্বরবর্ণ পরিচয়ের পরীক্ষা

আ ই ও উ

ঈ অ ঊ ঔ

ঋ এ ঌ ঐ

ব্যঞ্জনবর্ণ

ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম
য	র	ল	শ	ষ
স	হ	ক্ষ	ড়	ঢ়
য়	ৎ	ং	ঃ	ঁ

ব্যঞ্জনবর্ণের পরীক্ষা

ব	র	ক	ধ	ঝ
চ	ঢ়	ঢ	ট	ছ
ড়	ড	ত	ভ	ঙ
ষ	য	য়	ঘ	ফ
খ	থ	ন	ম	ণ
জ	ঞ	হ	দ	ঠ
প	ং	স	ঃ	ল
শ	ং	গ	ক্ষ	ৎ

কর	কর	খর	খর
জর	জর	ঝর	ঝর
দর	দর	ধর	ধর
পর	পর	সর	সর
কল	কল	খল	খল
গল	গল	টল	টল
ছল	ছল	বল	বল
দল	দল	চল	চল
কর	বল	সর	জল
তর	জল	হর	বল
নর	গণ	কর	পণ
ঘন	বন	ধন	জন
হল	ধর	জল	চর
পদ	তল	শত	দল
জড়	সড়	নড়	চড়

ঝড়	বয়	ভয়	হয়
যত	কয়	তত	নয়
যৎ	তৎ	মৎ	সৎ
ধর	বচন	কর	রচন
পর	বসন	খর	দশন
চল	ভবন	বন	পবন
জল	পতন	ফল	হরণ
শমন	ভয়	দমন	হয়
সরস	দল	পনস	ফল
চরণ	ধর	বরণ	কর
অসৎ	যত	মহৎ	তত
জগৎ	জন	মহৎ	মন
চড়ক	হয়	মড়ক	ভয়
নয়ন	জল	করম	ফল
সরল	নল	তরল	জল

আ	া	ক	া	কা
ই	ি	ক	ি	কি
ঈ	ী	ক	ী	কী
উ	ু	ক	ু	কু
ঊ	ূ	ক	ূ	কূ
ঋ	ৃ	ক	ৃ	কৃ
এ	ে	ক	ে	কে
ঐ	ৈ	ক	ৈ	কৈ
ও	ো	ক	ো	কো
ঔ	ৌ	ক	ৌ	কৌ
অং	ং	ক	ং	কং
অঃ	ঃ	ক	ঃ	কঃ

ক + ্র = ক্র		র + ূ = রূ
ক + স = ক্স		হ + ু = হু
ত + ্র = ত্র		হ + ন = হ্ন
গ + ু = গু		হ + ণ = হ্ণ
র + ু = রু		হ + ৃ = হৃ

কাল	কাক	ভাল	নাক
বার	মাস	তার	দাস
পাকা	পান	টাকা	আন
পান	খায়	গান	গায়
দান	চায়	মান	যায়
পাত	পাড়	ভাত	বাড়
সিকি	চাই	টিকি	নাই
শিখি	ভাই	লিখি	যাই
মণি	হারা	ফণি	পারা
শীল	যায়	কিল	খায়
শীত	পায়	গীত	গায়
ক্ষীণ	কায়	মীন	ধায়
ঘন	কালী	বন	মালী
ঘড়ি	পাড়	দড়ি	ছাড়
ভাল	ধনী	কাল	ফণী

কুল	পাড়	ঝুল	ঝাড়
দুধ	খাও	খুদ	চাও
ডুব	দাও	খুব	খাও
হুটা	হুটি	ছুটা	ছুটি
গুণ	গাই	শুন	ভাই
চারু	হাসি	রূপ	রাশি
ঘন	তৃষা	গণ	মৃষা
কৃষ	কায়	বৃষ	ধায়
হৃত	বাস	কৃত	দাস
কেশ	ধর	বেশ	পর
গেল	কাল	ফেল	জাল
ফেটে	যায়	চেটে	খায়
খৈ	খাই	দৈ	চাই
কৈল	কাজ	শৈল	রাজ
ভাল	কৈরব	কাল	ভৈরব
কোথা	রাখি	তোতা	পাখী
গোল	হয়	টোল	ময়
রোগ	ভারি	কোথা	জারি
গৌর	কায়	চৌর	ধায়
গৌণ	হয়	মৌন	রয়
কৌতুক	কর	যৌতুক	ধর

অংশ	করে	বংশ	মাঝ
হংস	ধরে	কংস	রাজ
	দুঃসাহসে	দুঃখ হয়	
	দুঃশীলের	নিঃসংশয়	
মালা	গাঁথি	গলে	পরি
বাঁশী	বাজে	গান	করি
বসন	পরে	শয়ন	করে
শমন	ঘরে	গমন	করে
আমি	বসি	তুমি	যাও
ফল	ধর	জল	খাও
পুথি	পড়	পাঠ	বল
বেলা	নাই	বাড়ী	চল
জল	পড়ে	ছাতা	ধর
তাড়া	তাড়ি	গাড়ী	চড়
মিঠাই	খাইব	কোথায়	পাইব
বসন	পরিব	শয়ন	করিব
কুসুম	ফুটিল	সৌরভ	ছুটিল
রমণী	আসিছে	তরণী	ভাসিছে
কোকিল	ডাকিল	অখিল	হাসিল
যাতনা	বাড়িছে	চেতনা	ছাড়িছে
বালক	হাসিছে	বালিকা	কাসিছে
বসিয়া	লিখিছে	উঠিয়া	দেখিছে

তুমি কি লোক ? তোমার নাম কি ? তোমার বাড়ী কোথায়? তুমি কি পড় ? তোমার হাতে কি পুথি ? আমি বামন। আমার নাম রমানাথ। আমার বাড়ী বালী। আমি য–ফলা পড়ি। আমার হাতে শিশুশিক্ষা। তুমি কি করিতেছ? আজ পড়িতে যাইবে না? বসিয়া আছ কেন ? কি ভাবিতেছ ?

তুমি কি ভয় পাইয়াছ ? আমার সহিত আইস। আমার কাছে কে কি বলিতে পারিবে ? অলস হইও না। খেলা করিও না। বেলা হইল। পড়িতে চল। গৌণ কর কেন ? কাপড় পড়। পুথি লও। পাঠশালায় চল। তোমার পুথির মলাট কোথায় গেল ? গুরুমহাশয় দেখিলে রাগ করিবেন।

ভোর হইয়াছে। আর শুইয়া থাকিও না। এখন মুখ ধোও। ঘরের ভিতর আলো আসিয়াছে। পাঠের পুথি হাতে লও। আগে নূতন পাঠ শিক্ষা কর, পরে পুরাতন পাঠ একবার দেখ। পাঠের সময় ভাল বলিতে না পারিলে সহপাঠীরা উপহাস করিবে। গুরুমহাশয় ভালবাসিবেন না।

কমল ফুল ফুটিতেছে। ভাল সৌরভ আসিতেছে। ঘরে জল পড়িতেছে। বিছানা ভিজিয়া গেল। তিনি ভোজন করিতেছেন, এখন দেখা হইবে না। তাহার পীড়া হইয়াছে, আমি দেখিতে যাইব। পায়ে বেদনা হইয়াছে, চলিতে পারিব না। বড় মাথা ধরিয়াছে, কথা কহিতে পারিব না।

পিতামাতার কথা শুনিবে। সদা মন দিয়া পড়িবে। তাহা হইলে শেষে খুব সুখে থাকিবে। যাহার মলিন বেশ, তাহার আদর নাই। অধিক আহার করিলে রোগ হয়। অলস লোক দুঃখ পায়। দয়ার সমান গুণ নাই। দীন দেখিয়া দান করিবে। চিৎকার করিয়া কথা কহিও না।

পাঠের সময় গোল করিও না। গুরুজন লোকের নাম ধরিয়া ডাকিও না। ক্ষুধিত জনে ভোজন করাইবে। কাহারও সহিত বিবাদ করা ভাল নয়। কাহারও গায়ে হাত তুলিও না। সুশীল বালককে সকলে ভালবাসে। কদাচ মিছা কথা কহিও না। কাহারও কিছু চুরি করিও না। কাহারও কথায় শপথ করিও না।

পিতামাতার সেবা করিবে। তাঁহারা যাহা কহিবেন, তাহাই করিবে। গুরুজন লোকের উপদেশ অবহেলা করিও না। যাহারা তোমার সহপাঠী; তাহাদের সহিত কখনও কলহ করিও না। কাহাকেও কটূ কথা কহিও না।

সকলকেই ভালবাসিবে ও ভাল কথা কহিবে। যে জন যে কথায় মনে পীড়া পায়, কখনও তাহাকে তেমন কথা কহিবে না। কানাকে কানা, খোঁড়াকে খোঁড়া বলিও না, তাহা বলিলে তাহারা মনে দুঃখ পাইবে। পড়িবার সময়ে আর কোনও দিকে মন দিও না। যিনি তোমাকে শিক্ষা দেন, সাবধানে তাঁহার কথা মনে রাখিবে। তিনি যে বিষয়ে নিষেধ করেন, কদাচ তাহা করিও না।

মেঘ হইতে জলধারা পড়িতেছে। এখন ঘরের বাহিরে যাইব না। আমার গা ও পা ভিজিয়া যাইবে, শীত করিবে, অবশেষে কফ, কাশি হইয়া বড় পীড়া হইবে। মেঘের ভিতর হইতে মাঝে মাঝে আলো বাহির হইয়া আমার চক্ষে লাগিতেছে, জানালার কপাট দেই।

উঃ ! মেঘের ডাকে কান ফাটিয়া যায়। আলো বাহির হইতেছে। আবার বুঝি মেঘ ডাকে, চক্ষু বুজিয়া থাকি, কান ঢাকিয়া রাখি এবং মাঝের কুঠরিতে গিয়া বসি। আঃ ! জল ছাড়িল, আপদ গেল। মেঘের ডাকে এখনই মরিয়া গিয়াছিলাম।

দশ দিক। সাত বার। দুই পক্ষ। বার মাস। ছয় ঋতু। পনর তিথি। পৃথিবী গোলাকার। রবি তেজোময় ও গোলাকার। সাগরের জল লোনা। নিশাকর গোলাকার, নিজে তেজোময় নহে।

পাহাড় সকল পাষাণময় এবং ভূতল হইতে অনেক উচ্চে। নদ–নদী সকল পাহাড় হইতে বাহির হইয়া উচ্চ দেশ হইতে নীচ দেশে বহিয়া যাইতেছে এবং সকলেই সাগরের জলে মিশিতেছে, যেমন, ভাগীরথী নদী হিমালয় হইতে বাহির হইয়া দক্ষিণে ভারত মহাসাগরে পড়িতেছে।

মানুষের দুই পা। যাহার পা আছে, সে চলিতে পারে। যাহার পা বিকল, সে খোঁড়া। আমাদের দুই হাত। হাত দিয়া সকল কাজ করা যায়। যাহার হাত নাই, সে কিছুই করিতে পারে না। তাহাকে নুলো বলে। সকলেরই এক মুখ। মুখ দিয়া আহার করা যায়। আহার না করিলে কেহই বাঁচিতে পারে না।

মুখের ভিতর যে জিব আছে, তাহাতেই সকল রস টের পাওয়া যায়। জিব না থাকিলে লবণ, মধুর, ঝাল, টক, তিত, কষা আদৌ বোধ হইত না। সকলেরই দুই ঠোঁট। ঠোঁট থাকাতে দুধ, জল আদি চুমুক দিয়া খাইতে পারা যায়। ঠোঁট না থাকিলে মুখ হইতে আহার পড়িয়া যাইত।

মানুষের দুই পাটি দাঁত। দাঁত দিয়া কঠিন ফল, মাছ, মাংস চিবান যায়। আমাদের জিব, তালু, দাঁত, ঠোঁট আছে, তাই কথা কহিতে পারি। যে কথা কহিতে না পারে, লোকে তাহাকে বোবা বলে। মানুষের দুই চক্ষু। চক্ষু দিয়া সকল বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়। যাহার চক্ষু নাই, সে কিছুই দেখিতে পায় না। আহা ! কানা বড় দুঃখী।

তোমার দুইটি কান আছে। কান না থাকিলে কাহারও কথা শুনিতে পাইতে না। কালারা কিছুই শুনিতে পায় না। নাক দিয়া বাহিরের বাতাস টানিয়া লওয়া যায় এবং ভিতরের বাতাস বাহির করা যায়, তাহাতেই জীবন রক্ষা হয়। যাহার নাক নাই, সে ফুলের বাস পায় না ও তাহাকে অতি কদাকার দেখায়।

মানুষের দুই ভুরু। ভুরু চক্ষুর শোভা। ভুরু থাকাতে চক্ষে রোদ লাগে না এবং পথের ধূলা ও কপালের ঘাম চক্ষে পড়িতে পারে না। সকলের মাথায় চুল আছে। চুল না থাকিলে মাথার শোভা হয় না। চুল থাকাতে মাথায় রোদ ও হিম কম লাগে। যাহার চুল নাই, তাহাকে নেড়া কহে।

এক এক হাতে পাঁচ পাঁচ আঙ্গুল আছে। আঙ্গুল না থাকিলে হাত দিয়া কিছুই ধরা যাইত না। দুই পায়ে দশ আঙ্গুল। পায়ে আঙ্গুল না থাকিলে চলা কঠিন হইত। দুই চক্ষে চারি পাতা আছে। ঐ পাতা থাকায় চক্ষুর ভিতর ধূলা, কুটা, পোকা পড়িতে পারে না এবং রবির তাপ ও আলো লাগিয়া চক্ষুর কোনও দোষ ঘটে না।

বার মাস তিথি যত।
একে একে হয় গত ॥
বার মাস সাত বার।
আসে যায় বার বার ॥
লেখাপড়া করে যেই।
গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই ॥
লেখাপড়া যেই জানে।
সব লোকে তারে মানে ॥
কটূভাষী নাহি হবে।
মিছা কথা নাহি কবে ॥
পর ধন নাহি লবে।
চিরকাল সুখে রবে ॥
পিতামাতা গুরুজনে।
সেবা কর কায়মনে ॥

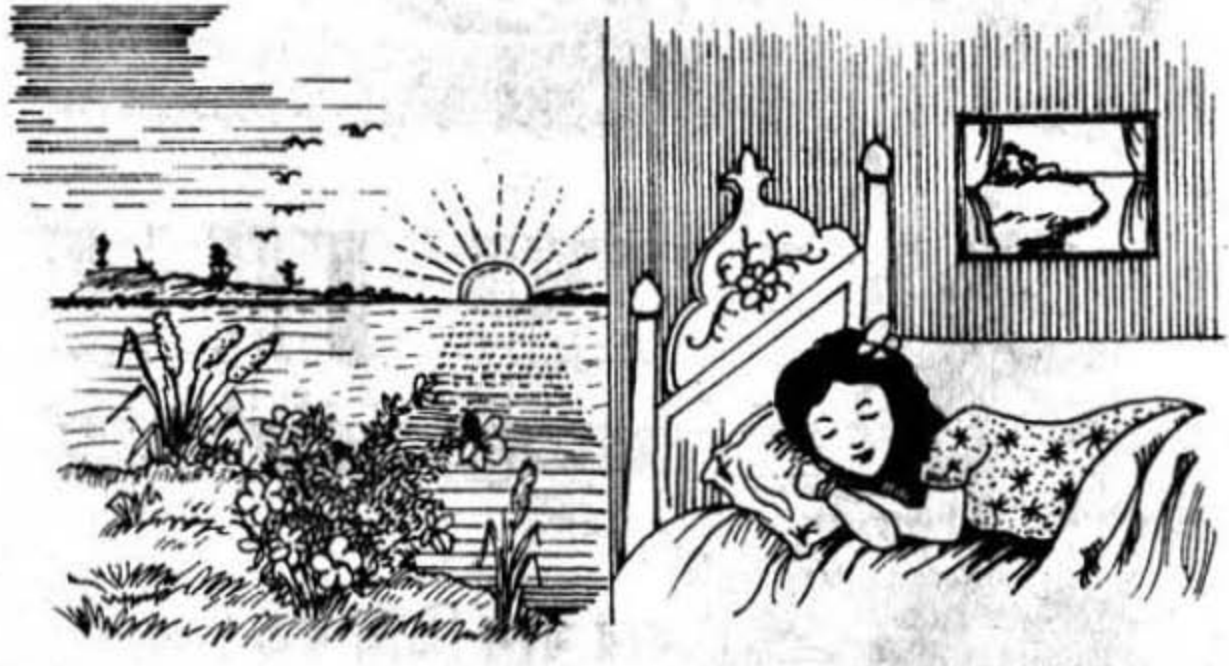

পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল॥
রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে।
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে॥
ফুটিল মালতী ফুল সৌরভ ছুটিল।
পরিমল লোভে অলি আসিয়া জুটিল॥
গগনে উঠিল রবি লোহিত বরণ।
আলোক পাইয়া লোক পুলকিত মন॥
শীতল বাতাস বয় জুড়ায় শরীর।
পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির॥
উঠ শিশু মুখ ধোও পর নিজ বেশ।
আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ॥